The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী : প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও মাতঙ্গিনী হাজরার অবদান

Arpita Mridha
M.A. in History, University of Calcutta (Alipore Campus), Kolkata, West Bengal, India
DOI: https://doi.org/10.70798/tgjct/010400046

Abstract

ভারতের দীর্ঘ দুই শতাব্দীর স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীশক্তির অংশগ্রহণ ছিল এক যুগান্তকারী অধ্যায়। তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থা, পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা এবং নানাবিধ পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে অসংখ্য নারী জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। এই গবেষণাপত্রের মূল লক্ষ্য হলো—মহাত্মা গান্ধীর 'অহিংস জাতীয়তাবাদ' এবং সশস্ত্র 'বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদ' বা 'সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ'—এই দুই ভিন্ন আদর্শ কীভাবে নারীদের রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করেছিল তা বিশ্লেষণ করা। গবেষণায় বিশেষভাবে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতীকস্বরূপ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এবং অহিংস আন্দোলনের মূর্ত প্রতীকস্বরূপ মাতঙ্গিনী হাজরার সংগ্রামী জীবন ও আত্মবলিদানকে কেন্দ্র করে তাঁদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃতি ও গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধটি উপস্থাপন করে যে, ভিন্ন আদর্শ অনুসরণ সত্ত্বেও উভয় ধারাই নারীদের জাতীয় চেতনার বিকাশে সমানভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তাঁদের এই সক্রিয় অংশগ্রহণ তৎকালীন সামাজিক কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ জানানোর পাশাপাশি ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে এক নতুন মাত্রা প্রদান করেছিল। গবেষণাটি গুণগত পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে এবং গৌণ উৎস ব্যবহার করে নির্মিত, যেখানে নারীর অংশগ্রহণ, নেতৃত্ব, আত্মত্যাগ এবং রাজনৈতিক চেতনার বিকাশকে বিশ্লেষণের প্রধান ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। পরিশেষে, এই প্রবন্ধটি প্রমাণ করে যে, কেবল পুরুষ নয়, বরং ভারতের নারীরাও সমমর্যাদায় দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনে অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

Keywords: *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, মাতঙ্গিনী হাজরা, সশস্ত্র বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদ, গান্ধীবাদী জাতীয়তাবাদ*

ভূমিকা (Introduction)

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আধুনিক বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘ ও তাৎপর্যপূর্ণ এক ঔপনিবেশিকতা বিরোধী আন্দোলন, যার মূল লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করলে, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে এই স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সূচনা ঘটে এবং পরবর্তীকালে ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আন্দোলন একটি সুসংগঠিত রূপ পায়। প্রাথমিক পর্যায়ে নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ আইনানুগ ও শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে আবেদন-নিবেদন, প্রস্তাব ও প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে সংস্কার আনার চেষ্টা করেন। যদিও এতে তাৎক্ষণিক সাফল্য আসেনি, তবুও এটি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে শক্তিশালী করে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দুই ধারা– স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের মাধ্যমে দেশীয় পণ্যের ব্যবহার, বিদেশি দ্রব্য বর্জন এবং গণআন্দোলনের বিস্তার ঘটে, এর ফলে জাতীয় চেতনা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে, যেখানে আরও দৃঢ় সংগ্রামের আহ্বান জানানো হয়। ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র তাঁর বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে, ঔপনিবেশিক শোষণ, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং রাজনৈতিক দমননীতি এই আন্দোলনের পেছনে প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

এই স্বাধীনতা সংগ্রামে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় আসে ভারতের রাজনৈতিক ময়দানে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে। গান্ধীজির অহিংস সত্যাগ্রহ এবং সার্বিক গণ-অংশগ্রহণের আদর্শ স্বাধীনতা সংগ্রামকে এক নতুন দিশায় পরিচালনা করে। এই প্রেক্ষাপটে মহাত্মা গান্ধীর আগমন স্বাধীনতা সংগ্রামকে এক নতুন মাত্রা প্রদান করে। অহিংসা ও সত্যাগ্রহ নীতির মাধ্যমে তিনি আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক করে তোলেন এবং অসহযোগ, আইন অমান্য ও ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মধ্যে সাধারণ জনগণ তথা কৃষক, শ্রমিক, ছাত্রসমাজ ও বিশেষ করে নারীসমাজকে যুক্ত করেন। যে নারীরা এতদিন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সীমাবদ্ধ অধিকারের ঘেরাটোপে বন্দী ছিলেন, তাঁরা গান্ধীবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ পান। ফলে স্বাধীনতা সংগ্রাম এক সর্বজনীন চরিত্র লাভ করে।

তবে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনে ব্যর্থতার পর গান্ধীবাদী অহিংস পন্থার পাশাপাশি আরেকটি ধারা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যা হলো চরমপন্থী জাতীয়তাবাদ। এই চরমপন্থী ভাবধারাই কালক্রমে জন্ম দেয় সশস্ত্র বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের। স্বদেশী আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে এবং ব্রিটিশ সরকারের দমনমূলক নীতির ফলে অনেক তরুণ যুবক মনে করেন যে, শুধুমাত্র অহিংস পদ্ধতিতে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। এই প্রেক্ষাপটে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদ সশস্ত্র প্রতিরোধ, ব্যক্তিগত বীরত্ব এবং আত্মবলিদানের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের লক্ষ্য স্থির করে। বিশেষত অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর সশস্ত্র বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থান ঘটে এবং অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের মতো গুপ্ত সংগঠন গড়ে ওঠে। তাঁরা সশস্ত্র সংগ্রাম, গোপন কার্যকলাপ ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত করেন। যদিও ব্রিটিশরা তাঁদের জাতীয়তাবাদী না বলে সন্ত্রাসবাদী রূপে চিহ্নিত করে। এই ধারা বিশেষত বঙ্গ, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র অঞ্চলে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনকে আরও তীব্র ও গতিশীল করে তোলে। তাই বলা যায়, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল বহুমাত্রিক ও গতিশীল—যেখানে অহিংস গণআন্দোলন ও সশস্ত্র বৈপ্লবিক ভাবধারা উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং যার পরিণতি স্বরূপ ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পথ সুগম হয়।

গান্ধীবাদী আন্দোলন নারীদের অহিংস প্রতিবাদ, বয়কট, সত্যাগ্রহ ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট করে, অন্যদিকে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদ নারীদের সশস্ত্র সংগ্রাম, গুপ্ত সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ এবং প্রত্যক্ষ অভিযানে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়। এর ফলে নারীরা প্রচলিত পিতৃতান্ত্রিক বাধা অতিক্রম করে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নিজেদের সক্রিয় উপস্থিতি গড়ে তোলে এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁদের অংশগ্রহণও যে সমান গুরুত্বপূর্ণ, তা প্রমাণ করতে সক্ষম হন। এই প্রেক্ষাপটে মাতঙ্গিনী হাজরা এবং প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাতঙ্গিনী হাজরা গান্ধীবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অহিংস অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনে শহীদ হয়ে নারী অংশগ্রহণের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। অপরদিকে, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং সশস্ত্র অভিযানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তাঁদের অবদান কেবল স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং নারীসমাজের জাতীয় চেতনার বিকাশ এবং বর্তমান সমাজে নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রেও তা গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক। তাঁদের সংগ্রাম প্রমাণ করে যে, নারীরা কেবল সহায়ক নয়, বরং নেতৃত্বদানকারী শক্তি হিসেবে জাতীয় আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। এই প্রেক্ষাপটে, উক্ত ভূমিকা অংশটি গবেষণার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করে, যেখানে গান্ধীবাদ ও বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের পারস্পরিক প্রভাবের মাধ্যমে নারী অংশগ্রহণের উদ্ভব, বিকাশ এবং তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, মাতঙ্গিনী হাজরা ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের জীবন ও কর্মকাণ্ডের আলোকে নারীদের জাতীয় চেতনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং সমকালীন নারী ক্ষমতায়নের সঙ্গে এর সংযোগকেও এই গবেষণার মূল আলোচ্য বিষয় হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

উদ্দেশ্য (Objectives)

- প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও মাতঙ্গিনী হাজরার ভূমিকার একটি তুলনামূলক মূল্যায়ন করা।
- গান্ধীজির অহিংস জাতীয়তাবাদ ও সশস্ত্র বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য নিরূপণ করা।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

- এই দুই ভিন্ন আদর্শ কীভাবে নারীদের রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত ও সক্রিয় করেছে তা বিশ্লেষণ করা।
- নারী অংশগ্রহণ ও আত্মবলিদানের মাধ্যমে স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীদের অবদান এবং নারীদের জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপের ঐতিহাসিক তাৎপর্য নির্ধারণ করা।

সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature review)

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের ভূমিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন গ্রন্থ ও গবেষণায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ, তাঁদের জাতীয়তাবাদী চেতনা, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এবং তাঁদের অবদানের প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। **Ranjabati Mukhopadhyay (2025)** তাঁর লেখায় স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারীদের অবদান বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বাধা সহ নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নারীরা কিভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, বীণা দাস সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নারী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কে আলোচনা করে তাঁদের প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম ও বলিদান কিভাবে ভারতের পরবর্তী প্রজন্মের নারীদের উদ্বুদ্ধ করেছে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। **Asst. Prof. Nirmala Devi ও Prakash Chand (2026)** তাঁদের গবেষণাধর্মী লেখায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী প্রায় সকল নারীদের অবদান সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছেন এবং যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে নারীদের জাতীয় চেতনা ও রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটেছে তার ওপরে গুরুত্ব দিয়েছেন। এর পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণ কিভাবে তাঁদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানে পরিবর্তন এনেছে সে সম্পর্কেও এই গবেষণায় আলোচনা করা হয়েছে। **Dr. Dharmendra Sharma (2014)** তাঁর গবেষণা প্রবন্ধে মূলত সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনের আদর্শ, কৌশল এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্যের উপরে গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং এই আন্দোলনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে নারীদের জাতীয় চেতনার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। **Monojit Ghosh এবং Dr. Rajiv Kumar Sharma (2025)** তাঁদের লেখায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার বিভিন্ন নারী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নেতৃত্ব, বলিদান এবং অংশগ্রহণকে আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় অনুসারে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এর পাশাপাশি তাঁরা নারীদের বিভিন্ন সমাজ সংস্কারমূলক কাজে অংশগ্রহণের কথাও তুলে ধরেছেন। **Ratna Roy Sanyal (2012)** তাঁর রচনায় বাংলার সশস্ত্র বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদ এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহীদ হওয়া নারী বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের বৈপ্লবিক জীবন এবং অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। **Dr. Srikrishna Sarkar (2024)** তাঁর লেখায় 'গান্ধীবুড়ি' মাতঙ্গিনী হাজরার জীবন এবং গান্ধীবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কিভাবে তিনি অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনে এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনে এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। **ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জী, আদিত্য মুখার্জি, সুচেতা মহাজন এবং কে. এন. পানিক্কর (2016)** তাঁদের India's Struggle for Independence গ্রন্থে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন ধারায় নারীদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে, গান্ধীজির অহিংস অসহযোগ আন্দোলন এবং সত্যাগ্রহের ধারণা নারীদের জন্য একটি নতুন রাজনৈতিক দিশা উন্মোচন করে যেখানে তাঁরা অধিক হারে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হন। অন্যদিকে, তাঁরা চরমপন্থী রাজনীতি ও সশস্ত্র বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রেও নারীদের ভূমিকা উল্লেখ করেছেন যেখানে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের মতো নারী বিপ্লবীরা সক্রিয়ভাবে সশস্ত্র আন্দোলনে অংশ নিয়ে প্রমাণ করেন যে নারীরাও সমানভাবে সশস্ত্র সংগ্রামে সক্ষম। এই ধারা নারীদের সাহস, আত্মত্যাগ এবং সংগ্রামী চেতনার এক ভিন্ন রূপকে তুলে ধরে।

গবেষণা পদ্ধতি (Methodology)

এই গবেষণায় তুলনামূলক ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Comparative Historical Method) অনুসরণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও মাতঙ্গিনী হাজরার ভূমিকার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতির সাহায্যে নারীদের জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশে গান্ধীবাদী অহিংস জাতীয়তাবাদ এবং সশস্ত্র বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের প্রভাব অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণাটি গুণগত (qualitative) প্রকৃতির এবং সম্পূর্ণভাবে গৌণ উৎস (secondary sources)-এর উপর ভিত্তি করে নির্মিত। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রামাণ্য ইতিহাসগ্রন্থ, গবেষণা প্রবন্ধ, একাডেমিক

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

জার্নাল, জীবনীমূলক রচনা এবং নির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইট থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক (thematic) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, যেখানে আন্দোলনের প্রকৃতি, মতাদর্শগত বৈশিষ্ট্য, নারীর অংশগ্রহণের ধরন, নেতৃত্বের ভূমিকা এবং আত্মবলিদানের তাৎপর্যকে প্রধান বিশ্লেষণাত্মক মানদণ্ড হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষণাটি দেখায় যে, ভিন্ন আদর্শ ও কৌশল অনুসরণ করেও গান্ধীবাদ ও বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদ—উভয় ধারাই নারীদের রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় করে তোলে এবং তাঁদের অংশগ্রহণ নারীদের জাতীয় চেতনার বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভিত্তি নির্মাণ করে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণ (Women participation in Indian freedom struggle)

উনবিংশ ও বিংশ শতকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তাঁদের সংগ্রাম শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সমাজে প্রচলিত পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা, রক্ষণশীল মানসিকতা এবং অধিকারহীনতার বাধাকে অতিক্রম করে তবেই অধিকাংশ নারীকে এই আন্দোলনে যুক্ত হতে হয়েছিল। তাঁদের যোগ্যতা ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিয়ে প্রায়শই দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। পাশাপাশি শিক্ষার অভাব, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা, আর্থিক দুর্বলতা এবং সামাজিক বৈষম্য নারীদের জনজীবন ও রাজনীতিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে বড় বাধা হিসেবে কাজ করে। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল শারীরিক নির্যাতন ও শ্লীলতাহানির আশঙ্কা, যা তাঁদের অংশগ্রহণকে আরও কঠিন করে তুলেছিল। ফলে মধ্যবিত্ত ও অভিজাত পরিবারের অনেকেই নারীদের রাজনৈতিক আন্দোলন বা সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণকে সমর্থন করতেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা পুরুষদের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল এবং নারীরা সহায়কের ভূমিকায় সীমাবদ্ধ থাকতেন; নেতৃত্বের সুযোগ খুবই সীমিত ছিল। তবুও এই সকল প্রতিকূলতার মধ্যেও নারীরা অসাধারণ সাহস, মানসিক দৃঢ়তা ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এবং সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান। তাই বলা যায়, তাঁদের এই সংগ্রাম কেবলমাত্র জাতীয় স্বাধীনতার জন্য নয়, বরং নারীসমাজের সামগ্রিক মুক্তির লক্ষ্যেও এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল।

এই প্রেক্ষাপটে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহের আদর্শ বহু নারীর জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে। গান্ধীবাদী জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতা আন্দোলনকে নৈতিক ও গণতান্ত্রিক রূপ প্রদান করে এবং নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে। গান্ধীজির মতে, নারীদের ধৈর্য, সহনশীলতা ও শৃঙ্খলাবোধ আন্দোলনকে আরও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করতে পারে। তাঁর আহ্বানে শহর ও গ্রামাঞ্চলের বহু নারী লবণ সত্যাগ্রহ, অসহযোগ, বয়কট এবং আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। গান্ধীজির আদর্শের অনুসারী এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হলেন মাতঙ্গিনী হাজরা যিনি 'গান্ধীবুড়ি' নামে পরিচিত এবং গান্ধীবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

মাতঙ্গিনী হাজরার ভূমিকা (Role of Matangini Hazra)

মাতঙ্গিনী হাজরা ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক শ্রেষ্ঠ বীরাঙ্গনা হিসেবে চিরস্মরণীয়। অসীম সাহস, দেশপ্রেম এবং আত্মত্যাগের মহান আদর্শে বলীয়ান হয়ে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনকে এক বিশেষ উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। গান্ধীবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি অহিংসভাবে আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংঘটিত স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর এই অদম্য মনোবল ও আত্মত্যাগ তাঁকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে।

মাতঙ্গিনী হাজরা মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার অন্তর্গত হোগলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তাঁর জীবনে কঠিন বাস্তবতার সূচনা হয়, মাত্র ১২ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় পার্শ্ববর্তী আলিনান গ্রামের ৬০ বছর বয়সী ত্রিলোচন হাজরার সঙ্গে। কিন্তু বিবাহের কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হয়ে পড়েন। সাধারণ গৃহস্থালির কাজের মধ্য দিয়েই তাঁর জীবন কাটলেও সমাজসেবার প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। কংগ্রেস নেতা শ্রী গুণধর ভৌমিকের সঙ্গে পরিচয়ের পর তিনি পরাধীন ভারতের দুরাবস্থা, মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ, অহিংস অসহযোগ আন্দোলন এবং লবণ সত্যাগ্রহ সম্পর্কে অবগত হন। এই

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

সময় থেকেই গান্ধীজি তাঁর জীবনের আদর্শ হয়ে ওঠেন, যাঁকে তিনি আজীবন দেবতুল্য শ্রদ্ধা করেছেন। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় লবণ আইন ভঙ্গের কর্মসূচি গৃহীত হলে মেদিনীপুর জেলার তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় এই আন্দোলন ব্যাপক রূপ ধারণ করে। হলদি নদীর তীরবর্তী নরঘাটকে তমলুক মহকুমার 'ডান্ডি' বলা হতো। জেলার শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের পাশাপাশি অসংখ্য সাধারণ মানুষ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যেই ছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা। লবণ আইন অমান্য করার অপরাধে তিনি গ্রেফতার হন। পরবর্তীকালে চৌকিদারি কর বন্ধের দাবিতে আন্দোলনের সময়ও তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হয় এবং ছয় মাসের জন্য বহরমপুর কারাগারে বন্দি থাকতে হয়। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য হিসেবে শ্রীরামপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের আঞ্চলিক সম্মেলনে যোগদান করেন এবং পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হন। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজনে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করবেন, কোনো প্রকার মাদক গ্রহণ করবেন না এবং ইংরেজদের নির্যাতনের মুখেও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কে কোনো গোপন তথ্য প্রকাশ করবেন না। বিপ্লবী কমলা দাশগুপ্ত বলেছেন, "বাতরোগের জন্য অনেক বছর যাবৎ তিনি আফিম খেতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজির আদর্শ গ্রহণ করার পর থেকে তিনি আর কখনো আফিম খাননি। এতকালের অভ্যস্ত নেশার জন্য যখনই তাঁর কষ্ট হতো তখনই তিনি 'গান্ধীজি', 'গান্ধীজি', 'গান্ধীজি' বলে তিন গণ্ডূষ জল পান করতেন। তাঁর নেশার কষ্ট অচিরে দূর হয়ে যেত।"[স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী, ১৩৬৭, পৃষ্ঠা-২৩৮] এই ঘটনা গান্ধীজির প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তির পরিচয় বহন করে। তিনি অস্পৃশ্যদের সাহায্য ও স্মল পক্স মহামারীর সময় আক্রান্ত মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করে তাঁর মানবিকতা ও সমাজসেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হলে, ব্রিটিশ সরকার আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে। এর ফলে সারা দেশের সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এটি দ্রুত গণআন্দোলনের রূপ নেয়। তমলুক অঞ্চলেও তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের নেতারা গ্রেপ্তার হন। পরবর্তীতে সাধারণ জনগণ নিজেরাই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এই সময় ৭৩ বছর বয়সী মাতঙ্গিনী হাজরাসহ প্রায় ছয় হাজার মানুষের এক বিশাল মিছিল তমলুক থানা দখলের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। মিছিলে বাধা দেয় পুলিশ, কিন্তু তিনি হাতে তেরঙা পতাকা নিয়ে পুলিশের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে এগিয়ে চলেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে না পেরে পুলিশ তাঁর ওপর গুলি চালায়—প্রথমে তাঁর পতাকা ধরা দুই হাতেই গুলি করা হলেও তিনি আহত অবস্থাতেও পতাকাটি বুকে জড়িয়ে রাখেন। পরবর্তী গুলিটি মাথায় লাগলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করেন, তবুও তাঁর হাত থেকে পতাকা পড়ে বা নেমে যায়নি। এই ঘটনায় তাঁর অদম্য দেশপ্রেম, সাহস এবং আত্মত্যাগের এক অনন্য দৃষ্টান্ত প্রতিফলিত হয়।

এই আত্মবলিদানের মাধ্যমে মাতঙ্গিনী হাজরা কেবল স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অমর বীরাঙ্গনা হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হননি, বরং তাঁর জীবন ও আদর্শ পরবর্তী নারীসমাজকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর সাহসিকতা ও দৃঢ়তা প্রমাণ করে যে, নারীরা কেবল অনুসরণকারী নয়, প্রত্যক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের ক্ষেত্রেও সমানভাবে সক্ষম। বর্তমান যুগেও মাতঙ্গিনী হাজরার এই ত্যাগ ও আদর্শ নারীদের ক্ষমতায়নে এক শক্তিশালী প্রতীক হিসেবে কাজ করে, যা নারীদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনে আত্মবিশ্বাস ও সংগ্রামের প্রেরণা জোগায়।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ভূমিকা (Role of Pritilata Waddedar)

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অনন্য উজ্জ্বল নাম।
ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে তিনি দেশের মুক্তির উদ্দেশ্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। অল্প বয়সেই তাঁর এই অসীম সাহস ও আত্মবলিদান তাঁকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে প্রথম বাঙালি নারী শহীদ বিপ্লবী হিসেবে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ৫ই মে চট্টগ্রামে মিউনিসিপ্যাল অফিসের হেড ক্লার্ক জগদ্বন্ধু ওয়াদ্দেদার এবং প্রতিভাময়ী দেবীর দ্বিতীয় সন্তান হিসেবে প্রীতিলতার জন্ম হয়। পিতা জগদ্বন্ধু তাঁর সন্তানদের শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রীতিলতাকে চট্টগ্রামের ড. খাস্তগীর

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুলে ভর্তি করান। ছোটবেলা থেকেই প্রীতিলতার চিন্তাভাবনা ছিল স্বতন্ত্র ও গভীর। শান্ত ও সংযত স্বভাবের এই কিশোরীর মধ্যে আত্মচিন্তার প্রবণতা ছিল প্রবল, এমনকি নিজের জীবনের নানা অভিজ্ঞতা তিনি লিখে রাখার অভ্যাসও গড়ে তুলেছিলেন। ছাত্রীজীবনেই তাঁর পরিচয় হয় কল্পনা দত্তের সঙ্গে। ১৯২৯ সালে তিনি ঢাকার ইডেন কলেজে ভর্তি হন এবং সেই সময় লীলা নাগের পরিচালিত দীপালি ছাত্রী সংঘে যোগ দেন। তিনি সবসময়ই সেইসব ভারতীয় নারীদের মতো হতে চেয়েছিলেন, যাঁরা সমাজের শৃঙ্খল ভেঙে নিজেদের পথ তৈরি করতে সাহস দেখিয়েছিলেন। শুরু থেকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল সূর্য সেনের নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি (চট্টগ্রাম শাখা) দলে যোগ দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করা। এ ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য তিনি বিপ্লবী পূর্ণেন্দু দস্তিদারকে বারংবার অনুরোধও জানিয়েছিলেন। কলকাতায় পড়াশোনার সময় আলিপুর জেলে বন্দি রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে প্রীতিলতা প্রায়ই ছদ্মনামে দেখা করতে যেতেন। রামকৃষ্ণ বিশ্বাস তাঁর মধ্যে নিহিত সাহস ও সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করে তাঁকে মানসিকভাবে অনুপ্রাণিত করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর ধলঘাটে প্রীতিলতার পরিচয় হয় সূর্য সেন ও নির্মল সেনের সঙ্গে এবং নির্মল সেনের কাছেই তিনি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৯৩২ সালের ১৩ই জুন ধলঘাটে বিপ্লবীদের সঙ্গে ব্রিটিশ বাহিনীর সংঘর্ষে নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন (ভোলা) নিহত হন, যদিও সূর্য সেন ও প্রীতিলতা সেখান থেকে পালিয়ে গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে তাঁদের গ্রেপ্তারের জন্য ব্রিটিশ সরকার পুরস্কার ঘোষণা করে। এই ঘটনায় বিপ্লবী মহলে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং এর প্রতিশোধস্বরূপ পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই ক্লাবের প্রবেশপথে লেখা ছিল—Dogs and Natives are not allowed, যা ব্রিটিশদের ঔদ্ধত্য ও বর্ণবিদ্বেষের প্রতীক ছিল।

১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর সূর্য সেনের নির্দেশে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে একদল বিপ্লবী ছদ্মবেশে ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন। সেই সন্ধ্যায় ক্লাবের ভেতরে যখন নাচ-গান ও আনন্দ-উৎসব চলছিল, তখন প্রীতিলতা ও তাঁর সহযোদ্ধারা নিঃশব্দে চারদিক থেকে অবস্থান গ্রহণ করেন। সুযোগ বুঝে প্রীতিলতা আক্রমণের সূচনা করেন এবং তাঁর সহযোদ্ধারাও গুলিবর্ষণ শুরু করেন। এতে একজন ইউরোপীয় নিহত হন এবং বেশ কয়েকজন আহত হন। আক্রমণের শেষে তাঁর সংকেত পেয়ে সহযোদ্ধারা সরে যেতে সক্ষম হলেও, প্রীতিলতা নিজে ঘেরাও হয়ে পড়েন। ব্রিটিশ পুলিশের হাতে জীবিত ধরা না পড়ার সংকল্পে তিনি সঙ্গে রাখা পটাশিয়াম সায়ানাইড সেবন করে আত্মবলিদান করেন। আক্রমণের পূর্বে তিনি তাঁর মাকে উদ্দেশ্য করে একটি চিঠি লিখে নিজের দৃঢ় মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। মাত্র একুশ বছর বয়সে তিনি বাংলার প্রথম নারী শহীদ বিপ্লবী হিসেবে আত্মোৎসর্গ করেন। পুলিশ প্রথমে তাঁর মৃতদেহ দেখে এক কিশোরের দেহ বলে মনে করেছিল; কিন্তু তাঁর পাগড়ি খুলে দীর্ঘ কেশরাশি দেখে তারা বিস্মিত হয়। তাঁর অসীম সাহস ও বীরত্বের কথা সমকালীন ইংরেজি সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছিল, যদিও পরে সেই প্রতিবেদনের জন্য সংশ্লিষ্ট পত্রিকাগুলিকে ব্রিটিশ সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে হয়েছিল। প্রীতিলতার আত্মবলিদান ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জনমানসে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদের সঞ্চার করে। একজন নারী হয়েও সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ সমাজে নারীর ক্ষমতায়নের এক শক্তিশালী দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এবং পরবর্তী প্রজন্মের বহু নারীকে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করে। তাঁর এই সাহসিকতা ও আত্মত্যাগ প্রমাণ করে যে নারীরা কেবল সহায়ক নয়, বরং নেতৃত্ব প্রদানেও সমানভাবে দক্ষ। বর্তমান সমাজেও তাঁর এই আদর্শ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, কারণ আজও নারীদের বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। প্রীতিলতার জীবন সংগ্রাম নারীদের আত্মবিশ্বাসী হতে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে এবং নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়ভাবে এগিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত করে। নারী ক্ষমতায়ন, লিঙ্গসমতা এবং স্বাধীন চিন্তার বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর আত্মবলিদান এক চিরন্তন প্রেরণার উৎস হিসেবে আজও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

তুলনামূলক বিশ্লেষণ (Comparative Analysis):

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মাতঙ্গিনী হাজরা ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের অবদানের মধ্যে বেশ কিছু মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে প্রধান পার্থক্য হল – তাঁদের আদর্শ ও সংগ্রামের পদ্ধতি।

এই মৌলিক পার্থক্যগুলি হলো—

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

- মাতঙ্গিনী হাজরা গান্ধীবাদী চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে অহিংসা, সত্যাগ্রহ এবং নৈতিক শক্তির মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পথ অনুসরণ করেন, তাই তিনি ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায়। অপরদিকে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত। ঔপনিবেশিক শাসনকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে উৎখাত করাই ছিল এই জাতীয়তাবাদী আদর্শের মূল লক্ষ্য, আর এই লক্ষ্য নিয়েই পাহাড়তলীর ইউরোপিয়ান ক্লাব তিনি আক্রমণ করেছিলেন।
- মাতঙ্গিনী হাজরা প্রকাশ্য রাস্তায় অহিংসভাবে মিছিল, প্রতিবাদ, আইন অমান্য আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিত করেন এবং ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। অন্যদিকে, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার গোপন সংগঠনের সদস্য হিসেবে পরিকল্পিত সশস্ত্র অভিযান পরিচালনা করেন এবং পাহাড়তলীর ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণে তিনি নেতৃত্ব দেন।
- মাতঙ্গিনী হাজরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন গণআন্দোলনের অংশ ছিলেন, যা ছিল উন্মুক্ত ও সর্বসাধারণের জন্য অংশগ্রহণযোগ্য। অপরদিকে, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার দীপালি ছাত্রী সংঘ, ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি (চট্টগ্রাম শাখা) দলের মতো গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যেখানে কঠোর শৃঙ্খলা ও গোপনীয়তা বজায় রাখা হতো।
- মাতঙ্গিনী হাজরার নেতৃত্বে আন্দোলন ছিল ব্যাপক ও সর্বজনীন, যা গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করে তোলে। অপরপক্ষে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের সংগ্রাম ছিল সীমিত পরিসরের যেখানে অনেক কম সংখ্যক বিপ্লবী ছোট ছোট দলের বিভক্ত হয়ে সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনা করত, কিন্তু এই আক্রমণ গুলি ছিল অত্যন্ত তীব্র ও তাৎপর্যপূর্ণ, যা নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার মাধ্যমে পরিচালিত হতো।
- মাতঙ্গিনী হাজরার নেতৃত্বে নারীরা সরাসরি আন্দোলনে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে এবং বৃহত্তর নারীসমাজকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় তমলুক থানা দখলের জন্য সংগঠিত শান্তিপূর্ণ মিছিলের স্বরূপ থেকে, কারণ এই মিছিলের বেশিরভাগই ছিলেন সাধারণ নারীরা। কিন্তু প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের কর্মকাণ্ড নারীদের মধ্যে সাহস, আত্মত্যাগ ও বিপ্লবী চেতনা জাগ্রত করে, যা মূলত একটি হিংসাত্মক পথে স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে একটি অনুপ্রেরণামূলক প্রতীক হিসেবে কাজ করে।
- মাতঙ্গিনী হাজরা দীর্ঘ সময় ধরে গণআন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সংগঠনের শক্তিকে দৃঢ় করেন। তাঁর আন্দোলন সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐক্য, সংহতি এবং গণআন্দোলনের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি করে। কিন্তু অপরপক্ষে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার একটি নির্দিষ্ট বিপ্লবী অভিযানে নেতৃত্ব দিয়ে আত্মবলিদানের মাধ্যমে ইতিহাসে স্থান করে নেন। তাঁর কর্মকাণ্ড ব্রিটিশ শাসকদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করে এবং বিপ্লবী আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
- মাতঙ্গিনী হাজরা অহিংস সংগ্রাম ও গণআন্দোলনের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, যা শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধের শক্তিকে তুলে ধরে। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার বৈপ্লবিক সাহসিকতা ও আত্মবলিদানের প্রতীক হিসেবে স্মরণীয়, যা পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে। ভিন্ন আদর্শ ও পদ্ধতি অনুসরণ করেও উভয়েই ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং নারীদের জাতীয় চেতনার বিকাশে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। প্রীতিলতা বিপ্লবী চেতনা ও প্রতিরোধের সাহস জাগিয়ে তুলেছেন, আর মাতঙ্গিনী হাজরা গণতান্ত্রিক নারী অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক সচেতনতার প্রসার ঘটিয়েছেন—যা মিলিতভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী ও বহুমুখী করে তুলেছে।

নারীর ক্ষমতায়নে প্রভাব (Impact on women's empowerment)

বর্তমান সমাজে নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে গান্ধীবাদী অহিংস ধারা এবং সংগ্রামশীল বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদ—এই দুই ধরনের চিন্তাধারাই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। গান্ধীবাদের মাধ্যমে নারীরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন, সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ এবং নেতৃত্বদানের মাধ্যমে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের জায়গা তৈরি করতে সক্ষম হবে, তাই গান্ধীবাদী আদর্শের অনুসরণ

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

আজও বিভিন্ন নারী অধিকার আন্দোলনে দেখা যায়। অন্যদিকে, বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের সাহস ও প্রতিবাদের মানসিকতা নারীদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে, এবং নিজেদের অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হতে শক্তি দেয়। তাই বলা যায়, এই দুই ধারার মিলিত প্রভাবে আজকের সমাজে নারীরা আরও আত্মবিশ্বাসী, সচেতন এবং স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে, যা নারী জাতি তথা সমগ্র সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

প্রাসঙ্গিকতা (Relevance of the study)

এই গবেষণাটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের ভূমিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে। এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, নারীদের জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপ কেবল সহায়ক ভূমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং নারীরা সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে নেতৃত্ব ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এবং মাতঙ্গিনী হাজরার মতো দুই ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী নারীর জীবন ও সংগ্রামের আলোকে এই গবেষণা দেখায় যে গান্ধীবাদী ও বিপ্লবী—উভয় জাতীয়তাবাদই নারীদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সংগঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই গবেষণা পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যে নারীদের সংগ্রাম ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বিষয়টিকেও তুলে ধরে এবং ইতিহাসচর্চায় নারীদের অবদানের পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ সৃষ্টি করে। একই সঙ্গে এটি প্রচলিত পুরুষকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নারী স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়নকে প্রতিষ্ঠিত করে।

উপসংহার (Conclusion)

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীবাদী অহিংস জাতীয়তাবাদ এবং সশস্ত্র বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদ—এই দুই পৃথক আদর্শ নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হলেও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মাতঙ্গিনী হাজরার নেতৃত্বে অহিংস আন্দোলনে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ যেমন সাধারণ নারীসমাজকে গণআন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তেমনি প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের সশস্ত্র সংগ্রাম নারীদের সাহস, আত্মত্যাগ এবং প্রতিরোধের এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। এই দুই ভিন্ন ধারার মাধ্যমে নারীরা কেবল সহায়ক নয়, বরং সক্রিয় ও নেতৃত্বপ্রদানকারী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং অন্যান্য নারী বিপ্লবীদের মধ্যেও আত্মবিশ্বাস ও সংগ্রামী চেতনা সঞ্চারিত করে। এই প্রেক্ষাপটে বলা যায়, এই দুই আদর্শের সম্মিলিত প্রভাবেই স্বাধীনতা সংগ্রাম একটি সর্বজনীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রূপ লাভ করে এবং নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে আরও তীব্র ও গতিশীল করে তোলে। ফলে বলা যায়, এই দুই ধারার সমান্তরাল বিকাশই স্বাধীনতার পথকে সুগম ও ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করেছে।

বর্তমান সমাজেও এই দুই আদর্শের প্রাসঙ্গিকতা অপরিসীম। গান্ধীবাদী অহিংসা, নৈতিকতা ও গণতান্ত্রিক আদর্শ আজও নারীদের সামাজিক ন্যায়, সমতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ দিশা দেখায়। একই সঙ্গে বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের সাহস, আত্মবিশ্বাস ও প্রতিবাদী মানসিকতা নারীদের অন্যায়, বৈষম্য ও দমননীতির বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। এইভাবে মাতঙ্গিনী হাজরা ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের জীবন ও আদর্শ বর্তমানে নারীর ক্ষমতায়ন, আত্মনির্ভরতা ও সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে এক চিরন্তন প্রেরণার উৎস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

তথ্যসূত্র (Reference)

Chandra, B., Mukherjee, M., Mukherjee, A., Mahajan, S., & Panikkar, K. N. (2016). *India's struggle for independence* (Rev. & updated ed.). Penguin Random House India.

Devi, N., & Chand, P. (2026). Women and the struggle for Indian freedom: An analytical study. *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR), 8*(1). https://www.ijfmr.com/papers/2026/1/67595.pdf

All rights reserved. © 2026

Ghosh, M., & Sharma, R. K. (2025). Leadership and sacrifice: Women in Bengal's independence history. *The Chitransh Academic & Research Journal, 1*(3). https://thechitranshacadmic.in/wp-content/uploads/2025/12/paper-67-June.pdf

Mukhopadhyay, R. (2025). Female freedom fighters from Bengal: A testament to courage and resilience. *IOSR Journal of Humanities and Social Science, 30*(12), 1–7. https://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.30-Issue12/Ser-6/A3012060107.pdf

Sanyal, R. R. (2012). Remembering Pritilata Waddedar: A centenary tribute. *Karatoya: NBU Journal of History, 5*, 19–24. https://ir.nbu.ac.in/server/api/core/bitstreams/ce9f4631-a2d4-418c-bd1a-f734326d8694/content

Sarkar, S. (2024). Matangi Hazra: A revolutionary voice of the societal and freedom movement in India. *European Journal of Innovation in Nonformal Education, 4*(10). https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/4064/6182

Sharma, D. (2014). Revolutionary movements in modern India: Assessing ideologies, strategies, and historical significance. *International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT), 2*(4). https://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.30-Issue12/Ser-6/A3012060107.pdf

পন্ডা, জ. (2013, January). *স্বাধীনতা আন্দোলনে তমলুকের বীরাঙ্গনা ও বারাঙ্গনা চরিতকথা.* পূর্ব মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মেলনী।

দত্ত, স. (2015, January). *অগ্নিযুগের গ্রন্থমালা- ১৬ (প্রীতিলতা).* র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেসন।

দাশগুপ্ত, ক. (1367 [Bengali calendar]). *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী.* বসুধারা প্রকাশনী।

All rights reserved. © 2026